১.৩ সামন্ততন্ত্রের প্রকৃতি এবং আঞ্চলিক বৈচিত্র্য

সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা এবং উৎস নিয়ে বিতর্ক থাকলেও একটি বিষয়ে অধিকাংশ ঐতিহাসিকই একমত। তা হল, ইউরোপের সর্বত্র সামন্ততন্ত্রের কোনো প্রকৃতিগত সাযুজ্য নেই। এমনকি বলা যেতে পারে মধ্যযুগের ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বৈসাদৃশ্যই কতকটা এই বিতর্ককে জিইয়ে রেখেছে। মার্ক ব্লক যেমন মনে করতেন ইউরোপের সর্বত্র সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ছড়িয়ে পড়লেও প্রকৃত সামন্ততন্ত্র কেবল প্রাক্তন ক্যারলিঞ্জিয় সাম্রাজ্যেই (অর্থাৎ বর্তমান ফ্রান্স, ইতালি, পশ্চিম জার্মানি এবং মধ্য-পশ্চিম ইউরোপে) দেখা যায়—এর বাইরে একাদশ শতাব্দীতে নর্মান শক্তির ইংল্যান্ড বিজয়ের পর ইংল্যান্ডেও সামন্ততন্ত্র দেখা যায়। এই কটি অঞ্চল বাদ দিলে মধ্যযুগীয় ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অন্য কিছু কাঠামো বা বৈশিষ্ট্য দেখা গেলেও প্রকৃত সামন্ততন্ত্র কোথাও ছিল না। পক্ষান্তরে জার্মান, ইতালিয় বা অন্যান্য ইতিহাস গবেষণায় সামন্ততন্ত্রের থেকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের আলোচনাই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এর অন্যতম কারণ এই দেশগুলিতে fief এবং vassalage ততটা চরম গুরুত্ব কখনোই লাভ করেনি, যতটা ফ্রান্সে করেছিল। তাই মধ্যযুগীয় ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের আলোচনা করতে গিয়ে আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের কথা মনে রাখা প্রয়োজন।

বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথক পৃথক সময়ে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর উত্থান হবার দরুন ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মধ্যে বিশেষ চরিত্রগত সাদৃশ্য ছিল

না। ঘটনাক্রম দিয়ে বিচার করলে ব্লকের মতানুসারে পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে 'প্রথম সামন্ত যুগে' ('first feudal era') অর্থাৎ নবম (মতান্তরে দশম) থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে। এই পর্যায়ে বর্তমান জার্মানির পশ্চিমাংশ অবধি সামন্ততন্ত্র সীমিত ছিল। মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপে সামন্ততন্ত্র না থাকলেও সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো দ্বাদশ শতাব্দীর পরে ছড়িয়ে পড়ে, যার মূল ভিত্তি ছিল fief এবং Vassalage নয়, 'Manorialism'। ব্লক এটিকে 'দ্বিতীয় সামন্ত যুগ' '(Second feudal era)' আখ্যা দিয়েছিলেন। মোটের ওপর ইউরোপীয় সমাজের সামন্তীকরণের এই পর্যায় ভাগ করা মেনে নিলেও সামন্তীকরণের আঞ্চলিক বিন্যাস বুঝতে গেলে আরও সূক্ষ্ম পর্যায় ভাগ করা সম্ভব।

ফ্রান্সে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উত্থান হয় ক্যারলিঞ্জিয় শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ার ফলে, নবম-দশম শতকে। ৮৪৩ সালে ক্যারলিঞ্জিয় সাম্রাজ্যের বিভাজনের সময়ে মোটামুটি বর্তমান ফ্রান্সের সীমানা বরাবর যে রাজ্যের সৃষ্টি হয় তার শাসক ছিলেন শার্লেমানের পৌত্র **চার্লস দ্য বল্ড** (Charles the Bald)। চালর্স ও তার উত্তরসূরিদের শাসনকালে দক্ষিণে আরব এবং উত্তরে ভাইকিং আক্রমণের সামনে রাষ্ট্রাধীন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। মূলত উঁচু জমিতে অবস্থিত দুর্গ ঘিরে গড়ে ওঠে বিকল্প প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এ ধরনের **দুর্গের শাসকরা** (Castellan) আশেপাশের এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা যোগাতে সচেষ্ট হলে সামন্তশক্তির জন্ম হয়। দশম শতাব্দীর নৈরাজ্যমূলক পরিস্থিতিতে সামরিক শক্তির অধিকারী এই সামন্তপ্রভুরা তাদের এলাকার সংলগ্ন কৃষি-অর্থনীতি তথা কৃষিসমাজের ওপর রাজনৈতিক তথা প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে কার্যত খণ্ডরাজ্যের সৃষ্টি করেন। ফ্রান্সে নামমাত্র রাজশক্তি বর্তমান থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সামরিক কারণে বিভক্ত *ডাচি* (Duchy) বা *সীমান্তবর্তী মার্চ* (March)-এ আঞ্চলিক সামরিক নেতারা যথাক্রমে **ডিউক** (Duke) বা **মারগ্রেভ** (Margrave) হিসেবে কার্যত সমস্ত শাসনভার করায়ত্ত করে ফেলেন। একাদশ শতাব্দীর গোড়াতে ফ্রান্স, প্রায় পুরোপুরি এরকম সামরিক নেতৃবর্গের অধীনে শাসিত হয়ে চলেছিল। রাষ্ট্রাধীন শাসনযন্ত্র অবান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইতালিতে সামন্তীকরণের ইতিহাস এর থেকে অনেকটাই আলাদা। ৮৪৩ সালে বিভাজনের ফলে **লোথারিঞ্জিয়া** নামে যে রাজ্যের সৃষ্টি হয় তা অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই রাজবংশ লোপ পাবার কারণে ভেঙে যায়। লোথারিঞ্জিয়ার দক্ষিণ অংশ ইতালিয় উপদ্বীপে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় নবম শতাব্দীর শেষ লগ্নে। দশম শতাব্দীতে ইতালিতে জার্মান শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়। একাদশ শতাব্দীর গোড়ায় জার্মান শাসন শিথিল হয়ে পড়লে, জার্মান আমলে যারা আঞ্চলিক শাসনভার লাভ করেছিল তারা পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েম করাতে ইতালিতে সামন্তীকরণ শুরু হয়। কিন্তু ইতালিতে কেন্দ্রীয় শাসন ক্যারলিঞ্জিয় বা তার পরবর্তী আমলেও তেমন দৃঢ় ছিল না, এবং দশম শতাব্দী থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদেশি শক্তির উপস্থিতি ইতালির সামন্তীকরণ প্রক্রিয়াকে বারবার ব্যাহত করেছিল ; নগরজীবন তথা

বাণিজ্যের আপেক্ষিক গুরুত্বও ইতালিতে অনেক বেশি ছিল — এ সবের ফলে ইতালির সামন্ত সমাজ কোনো সময়েই ফ্রান্স বা জার্মানির মতো তীব্রতা লাভ করেনি।

ইংল্যান্ডে সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব হয় ১০৬৬ সালে হেস্টিংসের যুদ্ধের দ্বারা নর্মান শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। নর্মানরা ফ্রান্সের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো সম্পূর্ণভাবে ইংল্যান্ডে নিয়ে গিয়ে ইংল্যান্ডের শাসনযন্ত্র হিসেবে তার প্রতিষ্ঠা করে। ক্রমশ বিবর্তনের ফলে অন্য সমাজে সৃষ্ট একটি কাঠামো ভিন্নতর পরিপ্রেক্ষিতে আরোপিত হবার ফলে ইংল্যান্ডের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো অনেকটাই অনমনীয় ছিল — রাজশক্তি, সামন্তপ্রভু এবং সামন্তের পারস্পরিক সম্পর্ক কাঠামোর মধ্যে যতটা সুস্পষ্ট ছিল, কার্যক্ষেত্রে তা অতটা সহজ ছিল না। এর ফলে মধ্যযুগে ইংল্যান্ডের ইতিহাস রাজশক্তি এবং সামন্তশক্তির মধ্যে নিরন্তর সংগ্রামের ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায়।

জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চলে সামন্তীকরণ প্রক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইনভেস্টিচার দ্বন্দ্বের (Investiture contest) সূত্রে। ক্যারলিঞ্জিয় সাম্রাজ্যের বিভাজনের পর ফ্রান্স বা ইতালির মতো খণ্ডরাজ্যে জার্মানি বিভক্ত না হয়ে পাঁচটি অঞ্চারাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এই পাঁচটি অঞ্চারাজ্য কার্যত সামরিক বিভাগ বা ডাচি হবার দরুন এদের বৈধ শাসনকর্তা ডিউকরা শুরু থেকে বলিষ্ঠভাবে ভাইকিং, ম্যাগিয়ার এবং আরব আক্রমণের মোকাবিলা করতে সচেষ্ট হন। ফ্রান্সে যখন চরম নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিল, জার্মানিতে সেই দশম শতকে প্রতিরক্ষার তাগিদে পাঁচটি অঞ্চারাজ্য মিলিত হয়ে জার্মান রাজ্য সৃষ্টি করে। দশম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি জার্মানির ইতিহাস মূলত জার্মান অভিজাতবর্গের ক্ষমতা হ্রাস করে দৃঢ় কেন্দ্রীয় শাসন-প্রতিষ্ঠার কাহিনি। ১০৭৫ সালের মধ্যে জার্মানির সম্রাট চতুর্থ হেনরি অঞ্চারাজ্যের বিদ্রোহ প্রায় দমন করে ফেলেছিলেন, এমন সময় পোপের সঙ্গে তাঁর সংঘাত শুরু হয়। এই সংঘাতের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে জার্মান অভিজাতবর্গ। খ্রিস্টান দুনিয়ার শীর্ষনেতা পোপ চতুর্থ হেনরিকে খ্রিস্টান দুনিয়া থেকে বহিষ্কার (excommunicate) করলে অভিজাতবর্গ হেনরিকে রাজা হিসাবে মানতে অস্বীকার করেন। চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে রাজার খাসজমি থেকে শুরু করে স্বাধীন কৃষক—সর্বত্র অভিজাতরা সামন্ততন্ত্রসুলভ নিরাপত্তা-আনুগত্যের সম্পর্ক স্থাপন করেন। এতদিন যাঁরা রাজার অনুগ্রহে অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত ছিলেন, তাঁরাও এই চরম নৈরাজ্যের সময়ে প্রাণের তাগিদে সামন্তব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। দ্বাদশ শতাব্দীর জার্মান রাজ্য তাই এক অর্থে সম্পূর্ণ নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিচায়ক, কারণ এটি ছিল একটি পুরোদস্তুর সামন্তরাজ্য।

জার্মানির পূর্ব দিকে, অর্থাৎ পূর্ব ইউরোপের সামন্তীকরণ ঘটে দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী যুগে। এই পর্যায়ে সামন্তীকরণের মূল চালিকাশক্তি রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল না; আর্থ-রাজনৈতিক তাগিদই ছিল পূর্ব ইউরোপের সামন্তীকরণের মূলে। মধ্য ইউরোপের জনসংখ্যা দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। কৃষি-প্রযুক্তিতে তেমন উন্নতি না হওয়াতে উৎপাদনের হার জনসংখ্যার অনুপাতে বাড়েনি

—ফলে বাড়তি চাহিদা মেটাতে কৃষি-সম্প্রসারণ আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। এই সময়ে জার্মানির সামন্তপ্রভু এবং সামন্তশ্রেণির নেতৃত্বে 'পূর্বমুখী যাত্রা' (Drang nach Osten বা Drive towards the East) শুরু হয়, যার দৌলতে জার্মান কৃষকরা পূর্ব ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে থাকেন। এই অঞ্চলে কৃষি-সম্প্রসারণ এবং সামন্ত সমাজের সীমা বিস্তারের মূল উদ্যোক্তা জার্মান সামন্তশ্রেণি হবার ফলে ইউরোপের এই অংশে রাজশক্তি কার্যত অনুপস্থিত ছিল। সামন্তশ্রেণির প্রবল প্রতাপ অচিরেই বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক চরিত্রও অল্প-বিস্তর বদলে দিতে থাকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে তাই বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ভিতরে এবং বাইরে সমগ্র পূর্ব ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল।

আঞ্চলিক বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও ইউরোপের রাজনীতির আঙিনায় প্রায় সর্বত্র খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দে এমন কিছু প্রবণতা দেখা দেয় যার উৎস ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। এগুলিকেই মিলিতভাবে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো বলা হয়।

পশ্চিম ইউরোপের প্রশাসনিক কাঠামোর সামন্তীকরণের আগে রাষ্ট্রায়ত্ত আঞ্চলিক প্রশাসনের মূলত দুটি ধরন ছিল। *প্রথমত*, গল (বর্তমান ফ্রান্স) এবং ইতালির রোমান প্রতিষ্ঠানগুলি, যাতে ক্যারলিঞ্জিয় শাসনকালে যুগোপযোগী পরিমার্জন ঘটানো হয়েছিল ; দ্বিতীয়ত জার্মান এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ান সমাজের গণসভা-সমূহ, যেখানে উপজাতীয় আইন অনুসারে জনসমক্ষে বিভিন্ন সমস্যার নিষ্পত্তি করা হত। কার্যক্ষেত্রে, পশ্চিম ইউরোপ একাধিক Pagus বা Gau নামক প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি Pagus-এর ভারপ্রাপ্ত পদাধিকারীকে বলা হত কাউন্ট (Count, Comte, Graf) যাঁর কাজ ছিল রাজার প্রতিনিধি হিসেবে Pagus-এর প্রশাসন চালানো এবং আঞ্চলিক জনসভা (Mallus বা Thing)-তে রাজার হয়ে আইন বলবৎ করা। জনসভার কাজকর্ম উপজাতীয় আইন (Salian, Ripuarian, Burgundian বা Bavarian), প্রচলিত আঞ্চলিক নীতি, অথবা বিশেষ করে দক্ষিণে রোমান আইন অনুসারে করা হত।

Pagus প্রশাসনিক বিভাগ ছাড়াও সামরিক বিভাগ হিসাবে গণ্য হত, কারণ রাজশক্তিকে Pagus থেকে সৈন্য সরবরাহ করার ভারও ন্যস্ত থাকত কাউন্টের ওপর। সেইজন্য আঞ্চলিক দুর্গাধিপতির (castellan) সঙ্গে কাউন্টকে সদ্ভাব রেখে চলতে হত, পরিবর্তে আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থায় দুর্গাধিপতির প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার লাভ করত। রাজনৈতিক শক্তির সামন্তীকরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল Pagus-এর ভারপ্রাপ্ত কাউন্ট এবং Castellan পদের অধিকার বংশানুক্রমিক হয়ে পড়া, এবং পাশাপাশি এই কাউন্ট বা Castellan-দের সামন্তপ্রভু হয়ে ওঠা। এই পরিস্থিতিতে যে কাঠামো রাষ্ট্রাধীন প্রশাসনের পরিচায়ক ছিল তা হয় বাতিল হয়ে যায়, নয়তো সামন্তপ্রভুর কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। যেখানে কাউন্টরা আঞ্চলিক সামন্ত শক্তির হাত থেকে স্বাধীন থাকতে চাইত, সেখানে তারা রাজশক্তির প্রতিনিধিত্ব করতে থাকে। সেক্ষেত্রে সামন্তপ্রভু তার অঞ্চলের প্রশাসন কাউন্টদের হাত থেকে সরিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়। এই ধরনের প্রয়াস যেখানে

যত বেশি সফল হয়েছিল, ক্ষমতার সামন্তীকরণ সেখানে তত বেশি সম্পূর্ণ হত (যেমন ফ্রান্সে দশম শতাব্দীর শেষভাগে, জার্মানিতে দ্বাদশ শতাব্দীর গোড়ায়)।

রাজনৈতিক শক্তির সামন্তীকরণের ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক রীতি এবং প্রতিষ্ঠানের মূলগত চরিত্রেও বড়সড় পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল দশম থেকে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে। এর মধ্যে অন্যতম হল জার্মান সমাজব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত জনসভার (Assembly) প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ। খ্রিস্টিয় প্রথম সহস্রাব্দের গোড়ায় কোনো জার্মান উপজাতীয় রাজা কোনো সমস্যার সমষ্টিগত সমাধান করতে চাইলে বা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে এই জনসভা আহ্বান করা হত। জনসভার বিশালত্ব রাজ্যের বিশালত্বের সাক্ষ্য বহন করত। প্রথম সহস্রাব্দের শেষ দিকে যখন ফ্রাঙ্করা (Franks) গল দেশে ক্যারলিঞ্জিয় সাম্রাজ্যের পত্তন করে শার্লেমানের অধীনে, তখনও বাৎসরিক সামরিক অভিযানের আগে এ ধরনের জনসভা আহ্বান করা হত। জনসভায় উপস্থিতি থাকত রাজশক্তির প্রতি আনুগত্যের অন্যতম নির্দেশক, কারণ সে সময় নির্দিষ্ট রাজদরবার জাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল না। দ্বিতীয় সহস্রাব্দের গোড়ায় ইউরোপ জুড়ে রাজার ডাকা জনসভায় আয়তন ক্রমশ কমতে থাকে। ফ্রান্সে রাজকীয় শক্তির ডাকা জনসভায় শোচনীয়তম উপস্থিতি দশম-একাদশ শতকে দেখা যায় ; জার্মান রাজকীয় শক্তি একই সমস্যার সম্মুখীন হয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে।

সামন্তীকরণ পরিণত রূপ পাবার সময়ে জনসভার চরিত্রে কতকটা পরিমার্জন ঘটে। রাজশক্তি দুর্বল হবার ফলে সমাজে যে মাৎস্যন্যায় দেখা দিয়েছিল, মধ্যযুগীয় ইউরোপে, তাতে কম শক্তিধর সামন্তপ্রভু তার থেকে শক্তিশালী সামন্তপ্রভুর কাছে স্বাধীনতা হারাবার শঙ্কা পোষণ করত। এ ধরনের দুর্বল সামন্তপ্রভুরা সচরাচর আত্মরক্ষার্থে রাজার আনুগত্য স্বীকার করে নেন — অর্থাৎ রাজা হয়ে ওঠেন সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর বৃহত্তম সামন্তশক্তি (feudal superior)। ফ্রান্সে দ্বাদশ শতাব্দীতে ফিলিপ অগাস্টাস (Philip Augustus 1180–1223) এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নবম লুই (Louis IX 1226–70) এইভাবেই সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকে রাজশক্তিকে শক্তিশালী করেছিলেন; ফ্রেডরিক বারবারোসা ঠিক একই চেষ্টা করেছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর জার্মান রাজ্যে। এই প্রয়াসে রাজকীয় সমাবেশগুলিকে রাজারা তাঁদের রাজ্যের সামন্ত এবং রাজন্যবর্গের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলেও সামন্তশক্তি তাঁদের সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার কাজেও এই সভাগুলিকে ব্যবহার করতে সফল হয়েছিল। এ ধরনের সমাবেশে প্রায়শই রাজাকে সামন্তের বশ্যতা স্বীকারের বিনিময়ে কিছু সামন্তের কিছু অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হত যা লঙ্ঘন করা রাজার পক্ষেও বেআইনি বলে গণ্য হত। অর্থাৎ রোমান রাজনৈতিক মতানুসারে রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতার তত্ত্বকে অস্বীকার করে রাজশক্তিকে সামন্ততান্ত্রিক আইন মেনে চলতে বাধ্য করার প্রবণতা দেখা যায় দ্বিতীয় সহস্রাব্দের গোড়ার দিকে। যে রাজ্যে এ ধরনের সামন্ততান্ত্রিক সীমাবদ্ধতা রাজার ওপর চাপিয়ে দিতে সামন্তশক্তি সফল হয়েছিল, সেরাজ্যে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো মজবুত ভিত্তির

ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইংল্যান্ড যেখানে ১২১৫ সালে রাজা দ্বিতীয় জন সামন্ত শক্তির চাপে ম্যাগনা কার্টা (Magna Carta) the Great Charter প্রবর্তন করতে বাধ্য হন — এতে সামন্ত শক্তি তথা বিভিন্ন শ্রেণির প্রজার নিজস্ব অধিকার নির্দিষ্ট করে রাজশক্তিকে সীমাবন্ধ করা হয়। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে জার্মান সাম্রাজ্য কার্যত ভেঙে পড়লে আঞ্চলিক রাজ্যগুলির শাসকেরা সামন্তশক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বিভিন্ন রাজ্যের Diet (আঞ্চলিক তথা কেন্দ্রীয় সভা)-এ সামন্তপ্রভুরা এই সুযোগে রাজশক্তিকে সীমিত রাখতে চেষ্টা করেন এবং সফল হন।

রাজশক্তিকে সীমাবন্ধ রাখার জন্য সামন্তশক্তির এই প্রয়াস ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রাক্কালে ইউরোপের সর্বত্র প্রায় একই মাধ্যমের (অর্থাৎ রাজার আহ্বানে রাজন্যবর্গের সমাবেশ) আশ্রয় নেওয়ায়, ইউরোপের প্রায় সর্বত্রই একই ধরনের রাজনৈতিক কাঠামোর জন্ম দেয়। ইউরোপের কোথাও এই কাঠামোর বিবর্তন আগে শুরু হয়, কোথাও পরে। বিবর্তনের স্বরূপ বা গতিও সর্বত্র সমান ছিল না। যেখানে রাজশক্তি এই কাঠামোর সদ্ব্যবহার করে সামন্ততান্ত্রিক আইনের সাহায্যে শক্তিবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল, সেখানে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর চরিত্র ছিল কেন্দ্রাভিমুখী (centripetal) ; যেখানে সামন্তশক্তি এই কাঠামোর বিবর্তনের গতি নির্ধারণ করতে পেরেছিল সেখানে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো হয়ে উঠেছিল কেন্দ্রবহির্মুখী (centrifugal)। দুটি প্রবণতাই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্গত হওয়াতে, এই দুই প্রবণতার পরস্পরবিরোধিতার মধ্যেই সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংকটের বীজ নিহিত ছিল।